দৈনিক বাংলা

051

তারিখ ... 13/4/78 ... ...
পৃষ্ঠা ... ... ১ ... কলাম ... ১ ... ...

দেশে কর্মমুখী শিক্ষা চালুর সুপারিশ

কর্মমুখী শিক্ষা

।। মনজুর আহমদ ।।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন কমিটি বর্তমান শিক্ষাক্রমের মৌল লক্ষ্যের আমূল পরিবর্তন সাধন করে কর্মমুখী শিক্ষা প্রবর্তনের সুপারিশ করেছেন। কমিটি বাংলার সাথে সাথে তৃতীয় শ্রেণী থেকে ইংরেজীকে দ্বিতীয় বাধ্যতামূলক ভাষা হিসেবে চালুরও প্রস্তাব দিয়েছে।

১৯৭৬ সালে গঠিত এই জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন কমিটি পর্যায়ক্রমে প্রাথমিক, নিম্নমাধ্যমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কিত তাদের রিপোর্ট সরকারের কাছে পেশ করেছেন। প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কিত রিপোর্ট এ বছর থেকেই বাস্তবায়িত হচ্ছে। অন্যগুলি বিবেচনাধীন রয়েছে বলে জানা গেছে। কমিটি বর্তমানে উচ্চমাধ্যমিক অর্থাৎ একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়নের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। আগামী মে-জুন নাগাদ এ সম্পর্কিত রিপোর্ট প্রণয়নের কাজও শেষ হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

উল্লেখযোগ্য যে দীর্ঘ প্রায় ১৮ বছর পর একটি নতুন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণীত হচ্ছে। ১৯৫৮ সালে তদানীন্তন পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা সচিব জনাব শরীফের নেতৃত্বে যে পাঠ্যসূচী প্রণয়ন কমিটি গঠিত হয়েছিল এতদিন পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচীতে তাদেরই সুপারিশসমূহ অনুসৃত হচ্ছিল। শরীফ কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হয় ১৯৬১ সালে এবং তা বাস্তবায়িত হয় ১৯৬২ সালে।

স্বাধীনতার পর ১৯৭৬ সালে অধ্যাপক মোহাম্মদ শামসুল হককে চেয়ারম্যান ও ডঃ মোহাম্মদ আবদুল জব্বারকে সদস্য সচিব করে এই জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন কমিটি গঠন করা হয়। পরে অধ্যাপক শামসুল হক রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টা পরিষদে যোগ দেয়ায় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। কমিটি গত বছরের আগস্টে নিম্ন মাধ্যমিক অর্থাৎ ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পর্যায়ের পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচী সম্পর্কিত রিপোর্ট এবং এ বছরের মার্চে মাধ্যমিক অর্থাৎ নবম ও দশম শ্রেণী পর্যন্ত পর্যায়ের রিপোর্ট সরকারের কাছে পেশ করেছে। এরও আগে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কিত রিপোর্ট পেশ করা হয়েছিল এবং তা চলতি শিক্ষা বছর থেকেই বাস্তবায়িত হয়েছে।

নতুন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন করতে গিয়ে কমিটি শিক্ষার মৌল লক্ষ্যের আমূল পরিবর্তন

(শেষ পৃঃ ৭-এর কঃ দ্রঃ)

(১-এর পৃঃ পর)

সাধনের প্রয়োজনীয়তার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রেখেছেন। বিচ্ছিন্ন কিছু তথ্য মুখস্থ করা নয় বরং প্রাথমিক পর্যায় থেকেই নিজের পারিপার্শ্বিকতা ও পরিবেশ সম্পর্কে ছেলে-মেয়েদের মনে আগ্রহ সৃষ্টির ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এর জন্যে প্রথম শ্রেণী থেকেই পরিবেশ পরিচিতিমূলক শিক্ষাকে পাঠ্যসূচীভুক্ত করা হয়েছে। পরিবেশ পরিচিতির অন্তর্ভুক্ত থাকছে বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল পৌরনীতি প্রভৃতি বিষয়।

প্রাথমিক ও নিম্নমাধ্যমিক অর্থাৎ প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ধর্ম ও ধর্ম সম্পর্কিত শিক্ষাকেও বাধ্যতামূলক করার প্রস্তাব করা হয়েছে। এছাড়াও, প্রাথমিক পর্যায়ে বাধ্যতামূলক থাকছে অংক, হাতের কাজ ও খেলাধুলা।

কমিটির রিপোর্টে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে শুরু থেকেই কর্মমুখী প্রবণতা গড়ে তোলার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। শ্রমের প্রতি মর্যাদা, শ্রমজীবী মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ মনোভাব পোষণ, যে-কোন ধরনের কায়িক পরিশ্রমের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি প্রভৃতি লক্ষ্যকে সামনে রেখেই পাঠ্যপুস্তকের পাশাপাশি তাদেরকে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক ও উন্নয়নমূলক কাজকর্মে নিয়োজিত করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

নিম্ন মাধ্যমিক পর্যায়ে অর্থাৎ ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্যসূচীতেও বাংলা, ইংরেজী, অংক, ধর্ম, পরিবেশ পরিচিতির সাথে শারীরিক শিক্ষা এবং চারু ও কারুকলাকে রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে। এই পর্যায়ে পরিবেশ পরিচিতি দুটি ভাগে বিভক্ত থাকবে। সামাজিক বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান। ধর্ম বিষয়ে ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খৃষ্টান ধর্মাবলম্বীদের জন্যে পৃথক পৃথক শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে।

মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠ্যসূচী সম্পর্কে গত মাসে যে রিপোর্ট পেশ করা হয়েছে তাতে সমাজবিজ্ঞান বিষয়কে একসাথে না রেখে ইতিহাস, ভূগোল, পৌরনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি পৃথক পৃথক বিষয়ে বিভক্ত করার প্রস্তাব করা হয়েছে বলে জানা গেছে। বিজ্ঞান হবে একটি পৃথক বিষয়। বাংলা, ইংরেজী ও অংকের সাথে এগুলিও হবে বাধ্যতামূলক। এছাড়া, একটি থাকবে ঐচ্ছিক বিষয়। ধর্ম, অতিরিক্ত অংক, আরবী, চারু ও কারুকলা, সঙ্গীত, গার্হস্থ্য অর্থনীতি প্রভৃতি হবে ঐচ্ছিক বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত।

স্থায়ী সংস্থা

পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচী সম্পর্কিত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন, এগুলির অগ্রগতি ও প্রতিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা, প্রয়োজনবোধে এগুলির পরিবর্তন সাধন প্রভৃতির জন্যে একটি পৃথক স্থায়ী সংস্থার প্রয়োজনীয়তার ওপর শিক্ষা বিশেষজ্ঞরা গুরুত্ব আরোপ করেছেন। পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়নের জন্যে গঠিত জাতীয় কমিটির কাজ শেষ হবার সাথে সাথে কমিটির বিলুপ্তি ঘটবে। অথচ এর পর বিশেষভাবে প্রয়োজন হবে এই রিপোর্ট বাস্তবায়নের অগ্রগতি বা অসুবিধাসমূহ পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করা।

পাকিস্তান, ভারত, নেপাল প্রভৃতি দেশসহ অন্যান্য দেশে এ ধরনের স্থায়ী কমিটি রয়েছে। পাকিস্তানে আছে ন্যাশনাল ব্যুরো অব কারিকুলাম এ্যান্ড টেক্সট বুক, ভারতে আছে ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর এডুকেশনাল রিসার্চ এ্যান্ড ট্রেনিং। বাংলাদেশেও এ ধরনের একটি সংস্থা গঠিত হওয়া উচিত বলে বিশেষজ্ঞমহল মনে করেন।

শিক্ষক প্রশিক্ষণ

যে লক্ষ্যে ও যে দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে নতুন পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণীত হচ্ছে তা বাস্তবায়নের জন্যে সবচেয়ে আগে প্রয়োজন হবে এই একই দৃষ্টিভঙ্গী ও উপযুক্ত মনোভাবাপন্ন শিক্ষক। মূলত তাদেরই উদ্যম ও কর্মতৎপরতার ওপর নির্ভর করছে এই নতুন পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচী বাস্তবায়নের সাফল্য। এর জন্যে প্রাথমিক পর্যায় থেকে শুরু করে মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষকদেরও উপযুক্ত প্রশিক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট মহল মনে করেন।